তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না।”

নু‘মান ইবন বাশির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত: তাঁর মা বিনত রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তার পিতার নিকট স্বীয় পুত্রের জন্য তার সস্পদ থেকে কিছু দান করার অনুরোধ করলেন। এক বছর যাবত তিনি বিষয়টি মুলতবি করে রাখেন। পরে ইচ্ছা হলো। বিনত রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন: আমার পুত্রকে যা দান করবেন তার উপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি খুশি হবো না। তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন। সে সময় আমি বালক ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর মা বিনতু রাওয়াহা চায় যে, আমি তাঁর পুত্রকে যা দান করেছি আপনাকে তার সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হে বাশীর! এ ছাড়া তোমার কি আর কোন পুত্র আছে?” বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: “তুমি কি তাদের সকলকে এরূপ দান করেছ?” তিনি বললেন,
না। তখন তিনি বললেন: “তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি যুলুমের ব্যাপারে
সাক্ষী হই না।” মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: “তাহলে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো।”
[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম, হাদীসটির বিভিন্ন শব্দমালা রয়েছে।]

নু‘মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মা আমরাহ বিনত রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বাবাকে তাঁর সম্পদের কিছু অংশ তাঁর পুত্রকে দান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বাবা কিছুটা দেরি করেছিলেন এবং এক বছর পরে তিনি তাঁর অনুরোধ মেনে নিলেন এবং তাঁর পুত্র নুমানকে কিছু দান করলেন। তখন তাঁর মা বললেন: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ না আপনি আমার পুত্রকে যা দান করেছেন তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করবেন। তখন আমার বাবা আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন, আমি তখন ছোট একটি বালক ছিলাম, এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, এই ছেলের মা রাওয়াহার কন্যা, সে চায় যে আমি তার পুত্রকে যা দান করেছি তার জন্য আপনাকে সাক্ষী করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে বাশীর! তোমার কি এই ছেলেটি ছাড়া আর কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি কি অন্যান্য সকল সন্তানদের জন্যও এরকম উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন: না। তখন বললেন: তাহলে আমাকে সাক্ষী করো না, কারণ আমি অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি না। মুসলিমের বর্ণনায় আছে: তাকে তিরস্কার করে বললেন: তবে এই অন্যায়ের উপরে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী কর।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/6035